ঝিনাইদহে পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার হলিধানী ইউনিয়নের কাতলামারী (কুঠিবাড়ি) গ্রামে পানিতে ডুবে আরিয়ান (৫) ও তাসনিম (৬) নামে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

আরিয়ান ওই গ্রামের সোহেলের ছেলে এবং তাসনিম একই গ্রামের তারা মিয়ার মেয়ে। তারা একে অপরের চাচাত ভাই-বোন। আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে নবগঙ্গা নদীতে এই ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, প্রতিদিনকার মতো সকালে শিশু দুইটি নবগঙ্গা নদীর ধারে খেলতে গিয়েছিল এসময় আরিয়ান পা ফসকে নদীতে পড়ে যায়, তাকে তুলতে গিয়ে তাসনিম সেখান গেলে সেও পানিতে পড়ে যায়। অন্য শিশুরা দেখে বাড়িতে জানানোর পরে নিহতের স্বজনরা এসে তাদের উদ্ধার করে। ততক্ষনে শিশু দুইটি মৃত্যু বরণ করে।

এবিষয়ে কাতলামারী পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এস আই জাহাঙ্গীর আল মামুন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন এটা একটা মর্মান্তিক দূর্ঘটনা। এঘটনায় লাশ তার পিতা-মাতাদের দাফনের ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে। এই মৃত্যুতে গ্রামজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

দামুড়হুদায় বোনের দেহ দাফন করতে এসে বড় ভাইয়ের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ডুগডুগি গ্রামে ঘটেছে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। বোনের লাশ দাফন করতে এসে মারা গেছেন বড় ভাই। বুধবার সকাল ১০টার দিকে এ মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে।

জানা গেছে, ডুগডুগি গ্রামের নূরুর স্ত্রী শিরিনা খাতুন (৫০) ভোরে নিজ ঘরে মৃত্যুবরণ করেন। ভোরে তার বড় মেয়ে শান্তনা স্বপ্নে দেখেন তার মা মারা গেছেন। পরে তিনি ঘরে গিয়ে ডাকাডাকি

করলেও কোনো সাড়া না পেয়ে নিশ্চিত হন যে মা আর নেই। এ সময় পরিবারের মধ্যে শুরু হয় কান্না-আহাজারি।

খবর পেয়ে শিরিনা খাতুনের ভাই নিজাম উদ্দিন (৬০) আকন্দবাড়ীয়া গ্রাম থেকে ছুটে আসেন বোনের লাশ দেখতে। কিন্তু লাশ দেখার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। দ্রুত তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেওয়ার পথে উজিরপুর এলাকায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত নিজাম উদ্দিন দর্শনা থানার আকন্দবাড়ীয়া গ্রামের মৃত জানবার মণ্ডলের বড় ছেলে ছিলেন।

পরিবারের দুই সদস্যের এমন পরপর মৃত্যুতে এলাকাজুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। বেলা ১২টার দিকে শিরিনা খাতুনের জানাজা শেষে ডুগডুগি কবরস্থানে দাফন করা হয়।

অপরদিকে, তার ভাই নিজাম উদ্দিনের লাশ আছরের নামাজের পর জানাজা শেষে আকন্দবাড়ীয়া গ্রামের তমালতলা কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন করা হয়।

ঝিনাইদহে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার কালিচরণপুর ইউনিয়নের বড় কামারকুণ্ডু গ্রামে পানিতে ডুবে আপন (৪) নামে চার বছরের এক শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। শিশুটি ওই গ্রামের জাহাঙ্গীর হোসেনের ছেলে।

রবিবার (২৬ অক্টোবর) সকালে এই ঘটনাটি ঘটে। নিহত শিশুর স্বজনরা জানান, রবিবার সকালের দিকে কোন এক সময়ে শিশুটি বাড়ির পাশে খেলতে যায়, পরে শিশুটির মা অনেক খোজাখুজি করেও শিশুটিকে না পেয়ে সবাইকে জানায়। এ অবস্থায় দুপুরের দিকে বাড়ির পাশে পুকুরে শিশুটির মরদেহ ভাসতে দেখে স্থানীয়রা দ্রুত তাকে পানি থেকে তুলে সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক বলেন শিশুটি আনার অনেক

আগেই মারা গেছে। ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত করেছে।

মেহেরপুরে ট্রাকের ধাক্কায় নারী শ্রমিকের মৃত্যু

মেহেরপুরে ট্রাকের ধাক্কায় শাহিদা খাতুন (৬০) নামের এক নারী শ্রমিক নিহত হয়েছেন। আজ রবিবার (২৬ অক্টোবর) দুপুরের দিকে সদর উপজেলার ফতেপুর-শোলমারি সড়কের তেরোঘরিয়া গ্রামের রাস্তায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শাহিদা খাতুন উজলপুর গ্রামের মৃত আব্দুল গনির স্ত্রী।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শাহিদা খাতুন তেরোঘরিয়া গ্রামে একটি মরিচ ক্ষেতে কাজ করছিলেন। পানি পানের উদ্দেশ্যে সড়কের পাশে স্থাপিত একটি টিউবওয়েলের দিকে যাচ্ছিলেন। এসময় রাস্তা পারাপারের মুহূর্তে দ্রুতগামী একটি ট্রাক তাকে ধাক্কা দিলে তিনি গুরুতর আহত হন।

পরে আশপাশের লোকজন দ্রুত তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এদিকে ঘাতক ট্রাকটি পুলিশ জব্দ করেছে। সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতের মরদেহ দাফনের উদ্দেশ্যে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মেজবাহ উদ্দিন বলেন, এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং পারিবারিক সম্মতিতে মরদেহ দাফনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

দ্রুত তাকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নেয়া হয়।

সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন। তবে রাজশাহী নেয়ার পথে আলিফের মৃত্যু হয়।

আলিফের অকাল মৃত্যুতে পরিবার ও এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

গাংনীর বামন্দীতে পুকুরের পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দীতে পুকুরের পানিতে ডুবে ইয়ানুর
(৫) নামক এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। ইয়ানুর চরগোয়ালগ্রামের জিয়ারুল ইসলামের ছেলে।

মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) দুপুর ১১টার দিকে বামন্দী পুলিশ ক্যাম্প পাড়ার মতি হাজীর পুকুরের পাশে খেলতে গিয়ে পানিতে ডুবে শিশু ইয়ানুর মারা যায়।

স্থানীয়রা জানায়, চরগোয়ালগ্রামের ভ্যানচালক জিয়ারুল ইসলাম বামন্দী পুলিশ ক্যাম্প পাড়ায় একটি বাড়িতে ভাড়ায় ছিল। প্রতিদিনের মতো শিশু ইয়ানুর দুপুরে খেলতে বের হয়েছিল। খেলার একপর্যায়ে মতি হাজীর পুকুরে পড়ে যায়৷ অনেক খোঁজাখুঁজির পর ইয়ানুরকে দেখতে না পেয়ে তার মা পুকুর পাড়ে গিয়ে শিশুটিকে ভাসতে দেখে।

পরে স্থানীয়রা শিশু ইয়ানুরকে উদ্ধার করে স্থানীয় স্বাস্থ্য বাংলা ক্লিনিকে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি বাণী ইসরাইল ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

আলমডাঙ্গায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে একজন অটোরিকশা চালকের মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে একজন দরিদ্র অটোরিকশা চালকের মৃত্যু হয়েছে।

আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের বড় পুটিমারী গ্রামে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মজনুর রহমান (৫০) নামে এক অটোরিকশা চালকের করুণ মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার ভোরবেলা তার নিজ বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

মৃত মজনুর রহমান বড় পুটিমারী গ্রামের মৃত আক্কাস আলীর ছেলে। তিনি পেশায় অটোচালক ছিলেন এবং তাঁর এক ছেলে সন্তান রয়েছে। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, মজনুর রহমান রাতে নিজের অটোরিকশা চার্জে দিয়েছিলেন।

সোমবার ভোর আনুমানিক সাড়ে পাঁচটার দিকে তিনি চার্জ থেকে অটোরিকসা খুলতে গেলে অসাবধানতাবশত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। পরিবারের লোকজন দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে পরীক্ষা করে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে। আলমডাঙ্গা থানা অফিসার ইনচার্জ মাসুদুর রহমান পিপিএম জানান, এ বিষয়ে থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হয়েছে।

অটোচালকের এমন মর্মান্তিক মৃত্যুতে পুরো বড় পুটিমারী গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ঝিনাইদহে বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্যু

ঝিনাইদহ সদর ও শৈলকুপায় বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার সকালে সদর উপজেলার আড়মুখি ও শৈলকুপা উপজেলার শেখরা

গ্রামের মাঠে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানায়, সকালে সদরের আড়মুখী গ্রামের কৃষক শিমুল বিশ্বাস বাড়ির পাশের মাঠে নিজ জমিতে কাজ করছিলো। সকালে বৃষ্টি শুরু হলে অন্যদের সাথে মাঠ থেকে বাড়ি ফিরছিলো। সেসময় বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই মারা যায় শিমুল বিশ্বাস।

এছাড়া একইদিন সকালে শৈলকুপা উপজেলার শেখরা গ্রামের কৃষক হুরমত শেখ বাড়ির পাশের মাঠ কাজ করছিলো। বৃষ্টি ও বজ্রপাত শুরু হলে তিনিও বাড়ি ফিরছিলেন। হঠাৎ বিকট শব্দে বজ্রপাত হলে গুরুতর আহত হন তিনি। পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে গেলে সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইমরান জাকারিয়া মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, বৈরী আবহাওয়ার কারণে প্রায় বজ্রপাতে মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। তাই বৃষ্টি বা বজ্রপাতের সময় যেন কেউ খোলা আকাশের নিচে না থাকেন।

দর্শনায় ট্রেনে ধাক্কা লেগে ভ্যানচালকের মৃত্যু

দর্শনায় বেনাপোল এক্সপ্রেস টেনে ধাক্কা লেগে ভ্যান চালক সবদদুলের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার ৩ অক্টোবর ভোর ৫ টার দিকে দর্শনা হল্ট স্টেশনের পাশে নিজ বাড়ি সংলগ্ন স্থানে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সবদুল (৪৬) কুষ্টিয়া জেলার সাঁওতা গ্রামের মৃত, আজিজের ছেলে। সে দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের হার্ট ডিসিশন বাজার পাড়ার আবু সামার জামাতা।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নিহত ভ্যানচালক সব্দুল বিবাহ সূত্রে দীর্ঘদিন ধরে দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রাম হল্ট স্টেশন পাড়ায় জমি কিনে নিজ বসত বাড়িতে বসবাস করে আসছিল। স্টেশন সংলগ্ন বাড়ি হওয়ায়

ভ্যান চালানো সহ ট্রেনের কাঁচামাল একস্থান থেকে অন্য স্থানে বহন কাজে নিয়োজিত ছিলো। এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল রাত আড়াইটার দিকে গোয়ালন্দ (নকশি কাঁথা) ট্রেনের মালামাল বহন করে বাড়িতে ঘুমাতে যায়। শুক্রবার সাড়ে পাঁচটার দিকে বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনের ভাড়া মারার জন্য চোখে ঘুম নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে রেল লাইনের ধার দিয়ে পায়ে হেটে স্টেশনের উদ্দেশ্যে আসছিলো ।

এ সময় দুর্ঘটনাবশত ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা বেনাপোল গামী বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় লাইনের পাশে ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলে মৃত্যুবরণ করেন। পরবর্তীতে ভোর পেরিয়ে সকাল হলে স্থানীয় লোকজন সবদুলের মৃত দেহ দেখতে পায়। পরে পরিবারের লোকজন ঘটনা স্থলে এসে তাকে উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে যায়।

এ বিষয়ে দর্শনা জিআরপি পুলিশের ইনচার্জ রফিকুল ইসলাম জানান, দুর্ঘটনা খবর শোনার পরপরই ঘটনাস্থলে আমরা পৌঁছায়। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। তবে নিহাতের পরিবারের পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ না থাকাই লাশ দাফন কার্যের জন্য পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

এদিকে নিহত পরিবারের সদস্যরা জানায়, গতকাল শুক্রবার বাদ জুম্মার শেষে দক্ষিণ চাঁদপুর জামে মসজিদে জানাজা নামাজের পর নতুন গোরস্থানে দাফন সম্পন্ন হয়েছে। মৃত্যুকালে নিহত ভ্যানচালক সবদুলের একটা ছেলে সন্তান ও একটি কন্যা সন্তান রয়েছে।